দাবিনামা

আন্তঃপ্রজন্মকে শক্তিশালীকরণ এবং অন্তর্ভুক্তি মলূক নারী আন্দোলন

এই চার্টার অব ডিমান্ডটি, বাংলাদেশের আন্তঃপ্রজন্ম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দাবিনামাটি মূলত সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে নানা পটভূমি থেকে নানা প্রজন্মের নারীরা, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তারা একত্রিত হয়েছেন। এই দাবিনামাটি বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য আমাদের সকলের সম্মিলিত দাবির রূপরেখাকে তুলে ধরেছে।

তৈরী করেছে:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

Bonhishikha
বহ্নিশিখা
unlearn gender

ভূমিকা

বাংলাদেশে সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে নারীরা দীর্ঘকাল ধরে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করছেন। এই নারীদের মধ্যে রয়েছেন অসাধারণ বিপ্লবী নারী, যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করে আলোর মশাল হাতে হাজার হাজার নারীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠন, আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসন ও মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত করা এবং আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীরা পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়াও, ১৯৯৫ সনে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মতো বৈশ্বিক উদ্যোগ এই আন্দোলনের গতি আরো বৃদ্ধি করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের রয়েছে দৃঢ় ভূমিকা। নিরবিছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে নারী অধিকার সংগঠনগুলো একত্রিত হয়েছে এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, নারীর অর্থনৈতিক সুযোগ ও অংশগ্রহণ, জেন্ডার সমতার জন্য বিনিয়োগ, রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, এবং উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইন সংস্কারসহ নারী অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জোরালো দাবি তুলেছে। ১৯৮০, ১৯৯০ এবং অতি সম্প্রতি ২০২০ সালে বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলনে ঘটেছে ঐতিহাসিক বাক্-পরিবর্তন। ২০২০ সালে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপি সাধারণ মানুষ এ ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়[১]। বিভিন্ন প্রজন্মের নারী অধিকার কর্মীরা ধর্ষণ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে। কিন্তু তারপরও সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এবং অসম ক্ষমতা বিন্যাসের কারনে সমাজের গভীরে প্রোথিত প্রচলিত বৈষম্যমূলক নিয়ম-কানুন-প্রথা বাংলাদেশের জেন্ডার সমতা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী আন্দোলনের[২] পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে এই চার্টার অব ডিমান্ড বা দাবীনামাটি তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজন্ম, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং শ্রেনী পেশার নারী বিশেষ করে যারা বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন, বঞ্চিত হন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে, তাদের চাহিদা এই দাবিনামায় যুক্ত হয়েছে। এই দাবিনামাটি বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য আমাদের সম্মিলিত দাবির একটি রূপরেখা।

নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাইলফলকসমূহ:

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন জেন্ডার সমতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রচলিত কিছু আইনের সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়ন, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস।

যেসকল উদ্যোগ নারীর অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হলো-

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২।
- ২০১৮ সালে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ধর্ষণ প্রমাণে ধর্ষণের শিকার নারীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত দ্বি-আঙ্গুলের পরীক্ষা (টু-ফিঙ্গার টেষ্ট) নিষিদ্ধ করা হয়।
- ২০২১ সালে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারা বাতিল করা হয়, যে ধারায় ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনুমতি যুক্ত ছিল। এই ধারা বাতিল ধর্ষণের শিকার নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

[1] "," , - YouTube, 5 November 2023, https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370(21)00097-3.pdf. Accessed 18 December 2023.

[2] Manusher Jonno Foundation, Bangladesh Nari Progati Sangha, Nijera Kori, Nari Moitree, Campaign for Popular Education, Women With Disabilities Development Foundation, Ognie Foundation, BIWN, KF, NGCHF, BTUC, OGSB, Affasa, Oboyob, Kotha, Pragrosho, Green Voice, Sex Workers Network, Sannoy, Diner Alo Hijra Shongho, Bangladesh Mahila Parishad, Rajshahi Branch and Dinajpur Branch

- ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত নিরাপদ সড়ক আন্দোলন নারী যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে এবং জনসমাবেশে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা উভয় স্তরেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে অগ্রগতি হয়েছে[৩]। ফলে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর আনুপাতিক হার সমান হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০টিতে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, সরকারি চাকুরির বিভিন্ন পদে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা লিঙ্গভিত্তিক সমতার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক পরিসরকেই প্রসারিত করেছে। উচ্চ আদালত এবং জেলা বিচারক পদে নারীদের নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় ঘটেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। বিচার ব্যবস্থায় নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং প্রভাব বাড়ছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তাদের দশ শতাংশ (১০%) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিল এবং দশ শতাংশ (১০%) এর জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাত্র ৫ শতাংশ পরিষেবা ব্যয় দিয়ে জামানতমুক্ত ২.৫ লাখ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন[৪]। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পোশাক শিল্পে নারীদের জন্য দায়িত্বপূর্ণ পদ তৈরির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। দরিদ্র, গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী, তালাকপ্রাপ্ত এবং প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য ভাতা প্রদান করে তাদের সুস্থতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সামাজিক কল্যাণে উন্নয়ন সাধন করেছে। নানা সামাজিক চ্যালেঞ্জের পরেও হিজড়া সম্প্রদায়কে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি নারীর অগ্রসরমানতারই নিদর্শন। এসব অগ্রগতি অবশ্যই প্রসংশনীয় কিন্তু এটিও স্বীকার করতে হবে যে, এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের সমাজে জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান।

নারীর অগ্রযাত্রা:

বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসনীয় অর্জনের স্বীকৃতির পাশাপাশি এটিও স্বীকার করা অপরিহার্য যে এ দেশের সমাজ বাস্তবতায় জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান এবং এ ক্ষেত্রে রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ। যখন আমরা নারী আন্দোলনের আরেকটি পর্যায়ে প্রবেশ করছি তখন বিভিন্ন প্রজন্মের নারীনেত্রী এবং নারী অধিকার সংগঠকদের দ্বারা প্রণীত এই দাবিনামাটি একটি পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে যেটি সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ এবং সত্যিকারের অর্থে সমতাপূর্ণ ও সবার জন্য ক্ষমতায়নের পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

এই চার্টার অফ ডিমান্ড বা দাবিনামায় মূলত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, আইনি সংস্কার, সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, মানসিক স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জেন্ডার বাজেট এবং সুশাসন- এই বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষা:

২০১৭ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৭.৯৭ শতাংশ কিন্তু উদ্বেগের কারণ হচ্ছে এর মধ্যে ১৮.১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পরবর্তীতে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ঝরে পড়ার হার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। এর কারণ পার্বত্য অঞ্চলে শিশুদের ভর্তির নিম্ন হার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬০ শতাংশ শিশুর কখনো স্কুলে না যাওয়া এবং কোনো কোনো এলাকার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার বাইরে থাকা। এর জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা, শিক্ষক ও কাছের মানুষদের মনোভাব এবং জনসাধারণও দায়ী[৫]।

[3] 11 June 2020, https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2020-06-16-11-37-6825948cef0521e3c99a18584cedf072.pdf. Accessed 18 December 20

[4] Financing Solutions For Micro, Small And Medium Enterprises In Bangladesh." World Bank Documents, https://documents1.worldbank.org/curated/en/995331545025954781/Financing-Solutions-for-Micro-Small-and-Medium-Enterprises-in-Bangladesh.pdf.Accessed 18 December 2023.

[5] Chowdhury, Kamrul Qader. "(PDF) INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN FROM MARGINAL GROUPS IN BANGLADESH: PROBLEMS AND

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুলে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুলে জবাবদিহি কমিটি গঠন, প্রশাসন ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের যুক্ত করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের মা-বাবার জন্য বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা, আয়মূলক কাজে তাদের যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং প্রাথমিক স্কুল থেকে এই শিশুদের জন্য শিক্ষা ঋণ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা বীমার ব্যবস্থা করা।
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার জন্য সহযোগিতা প্রদান এবং স্কুলে পুন:প্রবেশের নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরই কিশোরী মাকে স্কুলে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করা।
- বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-গণিতে ভর্তির জন্য নারী ও মেয়েদের উৎসাহিত করা এবং শিক্ষাজীবন শেষে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার জন্য কাউন্সেলিং করা।
- সিডও কমিটির অনুচ্ছেদ ৪(১) এবং কমিটির ২৪ নং সাধারণ সুপারিশের আলোকে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিশেষ সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। অপ্রচলিত ক্ষেত্রে শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষায় নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করাই এসব পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্য।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার ১১ নং লক্ষ্য অর্জন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বাজেটে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা:

বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, যেখানে রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং যেখানে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে ঘটছে ক্রমাগত পরিবর্তন, সামাজিক পরিবেশ বিকশিত হচ্ছে দ্রুত, সেখানে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এখনো একটি উদ্বেগজনক এবং জটিল সমস্যা হিসেবে টিকে আছে[৬]।

জনপরিসরে যৌন হয়রানি:

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩৬ শতাংশ নারী রাস্তায় হাঁটার সময়, গণপরিবহনে, স্টেশন ও বাস টার্মিনালে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার হন।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- আমরা নারীর প্রতি সম্মানের মানসিকতা গড়ে তোলা, সম্মতির ধারণা প্রচার এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজে শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি জানাই। জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে বয়স উপযোগী, সহজবোধ্য যৌন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেসব

  পাঠ্যপুস্তকে নারী-পুরুষের গৎবাঁধা ভূমিকা জেন্ডার পক্ষপাতকে টিকিয়ে রাখতে উৎসাহিত করে, সেসব পাঠ্যপুস্তক বাতিল করতে হবে। একই সাথে নারী-পুরুষের সমতার যাত্রায় যারা পথিকৃৎ তাদের কথা শিক্ষা উপকরণে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাই। এই পথিকৃতদের জীবনাদর্শ কিশোরীদের ব্যক্তিগত জীবন উন্নয়নে সহায়তা করবে।

POSSIBILITIES." ResearchGate, 12 April 2021, https://www.researchgate.net/publication/350822932_INCLUSIVE_EDUCATION_FOR_CHILDREN_FROM_MARGINAL_GROUPS_IN_BANGLADESH_PROBLEMS_AND_POSSIBILITIES. Accessed 5 December 2023.

[6] Share-net Bangladesh. "SEXUAL HARASSMENT IN PUBLIC SPACES IN BANGLADESH." Share-Net Bangladesh, https://www.share-netbangladesh.org/wp-content/uploads/2021/04/Sexual-Harassment-in-Public-Spaces-in-Bangladesh.pdf. Accessed 16 November 2023.

- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে সকল প্রতিষ্ঠানে উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য সুরক্ষামূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও চর্চা করা। আমরা আরও দাবি জানাচ্ছি যে, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত যৌন হয়রানির রিপোর্ট বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে, গণপরিবহনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য প্রচার করবে, এবং যৌন হয়রানির শিকার নারী বা সারভাইভারদের সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করবে।
- যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের মামলা, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মানুষ, যৌনকর্মী এবং প্রতিবন্ধী নারীরা যে বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হন সেগুলোর কার্যকরভাবে তদন্ত ও বিচারের জন্য আইন প্রয়োগকারী এবং আইন পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য এবং সকল জনগোষ্ঠীর নারীদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করা।

পারিবারিক সহিংসতা:

নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে চতুর্থ। বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায়, ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ নির্যাতন সংঘটিত হয় পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা। উপরন্তু, ৬৫ শতাংশ বাংলাদেশি পুরুষ মনে করেন স্ত্রীকে প্রহার করা বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত এবং ৩৮ শতাংশ মানুষের মধ্যে শারীরিক সহিংসতা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। প্রায় ৪০ শতাংশ পুরুষ মনে করেন, নারীদের সামাজিক ভূমিকা সীমিত[৭]।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলার দ্রুত বিচার এবং নির্যাতনের শিকার নারীদের ন্যায়বিচার এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর মোবাইল কোর্টের সুবিধা দেওয়া।
- সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সহিংসতার শিকার নারী এবং তাদের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- সেবাদানকারীদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর বাস্তবায়ন এবং সহিংসতার শিকার নারীর নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

বাল্যবিবাহ:

বাংলাদেশে ৫১ শতাংশ এবং ১৬ শতাংশ নারীর যথাক্রমে ১৮ এবং ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যায়[৮]। কোভিড-এর কারণে স্কুল বন্ধ থাকা, বন্ধুবান্ধব এবং নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমপক্ষে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে[৯]।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

[7] Smoker, Paul, et al. "(PDF) Domestic Violence in Bangladesh: Analyzing from the Contemporary Peace & Conflict Perspectives." ResearchGate, 4 February 2021, https://www.researchgate.net/publication/349038995_Domestic_Violence_in_Bangladesh_Analyzing_from_the_Contemporary_Peace_Conflict_Perspectives. Accessed 16 November 2023.

[8] UNICEF. "A Profile of Child Marriage in South Asia." UNICEF Data, https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2023/05/Profile_of_child_marriage_in_South_Asia.pdf. Accessed 16 November 2023.

[9] HOSSAIN, MD JAMAL. "COVID-19 and child marriage in Bangladesh: emergency call to action." PubMed, 23 November 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34841091/. Accessed 16 November 2023.

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন থেকে বিশেষ ধারা বাতিল করা, এই ধারাটিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য তথ্য ও পরিষেবা সহজলভ্য করাসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সকল বিদ্যমান আইনে ব্যবহৃত 'শিশু' শব্দটির একটি অভিন্ন সংজ্ঞা নিশ্চিত করা।

সাইবার সহিংসতা:

ডিজিটাল স্পেসে নারী এবং কন্যাশিশুরা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, ঘৃনা সৃষ্টিকারী বা হিংসাত্মক বক্তব্য, অপমান-অবমাননা, এবং যৌন-হয়রানির সম্মুখীন হন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সহিংসতার ঘটনা ক্রমান্বয়ে জীবনের হুমকিসহ অন্যায় দাবি-দাওয়া এবং ব্ল্যাকমেইলে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার পাশাপাশি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য[১০]।

সরকার এবং নাগরিক সমাজের প্রতি আমাদের দাবি:

- সাইবার সহিংসতা মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড ও আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু বিধান সংশোধন করা, নতুন তথ্য সুরক্ষা আইন ও বিধিমালাতে এই মানদণ্ড বজায় রাখা এবং সেইসাথে নারী ও কন্যাদের ঝুঁকি বা হুমকি হ্রাস করার জন্য সঠিক ডিজিটাল শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করা।
- সাইবার পুলিশ সেন্টার এবং স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, দায়িত্বপ্রাপ্তদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং অভিযোগকারীর জন্য নিরাপদ জায়গা নিশ্চিত করা। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বা অনলাইনে থাকা অপরাধীর তথ্য চিহ্নিত ও অনুসরন করার জন্য এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য দ্রুত তদন্ত পরিচালনা করা।
- অনলাইন হয়রানি এবং উত্যক্তকরণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং এসব কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। পাশাপাশি, অনলাইন মাধ্যমে কার্যকর হেল্প লাইন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। এই কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবহার এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর সহিংসতা:

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীর প্রতি ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের কারণে নানা ধরণের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়; যা লিঙ্গ-বৈচিত্র্যপূর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায় ৭৮ শতাংশ অল্পবয়সী প্রতিবন্ধী নারী এবং মেয়েদের যৌন ও শারীরিক হয়রানির অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ বার বার যৌন হয়রানির মতো ঘটনা নিরবে সহ্য করে গেছে[১১]। যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গৎবাঁধা প্রথা তাদের এসব অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব নারী ও কন্যা যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন তাদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ অপবাদ বা অপমানের আশংকায় থাকেন এবং এর ফলে তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী আইনি প্রতিকারের পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকেন[১২]। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে জাতি-ধর্ম এবং বিশেষ বিশেষ এলাকাসহ আরও বিভিন্ন কারণের উপর ভিত্তি করে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

[10] Bangladesh Legal Aid & Services Trust. "Report of Expert Consultation Responding to Violence against Women and Girls in the Cyber Age." Bangladesh Legal Aid and Services Trust, https://blast.org.bd/content/report/Report-of-Expert-Consultation.pdf. Accessed 16 November 2023.

[11] Bangladesh Legal Aid & Services Trust. "Report of Expert Consultation Responding to Violence against Women and Girls in the Cyber Age." Bangladesh Legal Aid and Services Trust, https://blast.org.bd/content/report/Report-of-Expert-Consultation.pdf. Accessed 16 November 2023.

[12] Jahan, Nilima. "Violence against young women and girls with disabilities: An everyday affair." The Daily Star, 10 December 2021, https://www.thedailystar.net/star-youth/news/violence-against-young-women-and-girls-disabilities-everyday-affair-2914141. Accessed 5 December 2023.

- জেন্ডার, প্রতিবন্ধীতা, এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। এছাড়াও, বয়স, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সহিংসতার ধরণ এবং পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সমস্ত ঘটনার আরও বিভাজিত তথ্য-উপাত্তের জন্য দাবি জানানো যাচ্ছে।
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ সিডও কমিটির সুপারিশ(২০১৬)অনুযায়ী ভূমি দখলের সাথে সম্পর্কিত জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার তদন্ত করা।
- বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ নিশ্চিত করা এবং সারভাইভার ও তাদের পরিবারকে হয়রানি থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সহিংসতার শিকার নারীদের পুনরায় আহত বা আঘাত করতে পারে বিচার প্রক্রিয়ার এমন পদ্ধতিগুলি পরিহার করা, সহিংসতার শিকার ভিন্ন ভাষাভাষী নারী ও কন্যাদের জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা করা এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক তহবিল বরাদ্দ করা।
- পর্যাপ্ত জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও সেইসাথে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার সুরক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ সহায়তার জন্য বরাদ্দ দেওয়া।
- পক্ষপাতহীনভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী সংস্থা এবং এলাকার লোকজনের মধ্যে সংবেদনশীলতা তৈরী করা।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর):

বাংলাদেশের নারীরা বাস্তবজীবনে যেসব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সেসব অভিজ্ঞতা প্রকৃত অর্থে বিবেচনা করা হয় না যেমন: মাতৃস্বাস্থ্যজনিত জটিলতা, যৌন অপরাধ এবং সম্মতিহীন গর্ভধারণ ইত্যাদি। নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বৈষম্য বিভিন্ন ধরণের প্রান্তিকতার সাথেও যুক্ত যেমন: লিঙ্গীয় পরিচয় বা যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য।

গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা:

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ বিভিন্ন ধরণের গর্ভপাতের ঘটনা বর্ণনায় "এ্যাবরশন" এর পরিবর্তে "মিসক্যারেজ" শব্দটি ব্যবহার করেছে[১৩]।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধীনে ধারা ৩১২, ৩১৪-৩১৬ বাতিল করা যা একজন নারীর শরীরের উপর তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকার করে।

মাতৃত্বকালীন অধিকার:

বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬) এর ৪৬ নং ধারার আওতায় কর্মজীবী মায়েদের জন্য ৪ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি, অর্থাৎ ৮ সপ্তাহের প্রসবপূর্ব ছুটি এবং ৮ সপ্তাহের প্রসবোত্তর ছুটি, বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কল-কারখানাসহ সকল কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা- তা নিশ্চিত করা।

[13] Karobi, Samia Jaman. "Abortion Laws and Bangladesh in 2022 by Samia Jaman Karobi :: SSRN." SSRN Papers, 4 April 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4070049. Accessed 16 November 2023.

- কল-কারখানা/কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন নিশ্চিত করা, সুপারভাইজার এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা; এবং গর্ভবতী/বয়স্ক কর্মীরা যেন পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশ্রাম নিতে পারেন তা দেখা, তাদের ওভারটাইম হ্রাস করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা।

বয়স্ক ব্যক্তি, যুব ও প্রতিবন্ধী নারী, রূপান্তরিত লিঙ্গের মানুষ এবং অন্যান্যদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর):

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত পরিষেবা উন্নত করার জন্য প্রয়োজন সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার, প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ, সহায়তার জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং প্রয়োজন বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য চাহিদা বিষয়ে গবেষণা জোরদার করা।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক পরিষেবা খাতে বৈষম্যহীন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যে নীতিমালায় সেবা গ্রহীতাদের প্রতি সেবাদানকারী কর্মীদের বৈষম্যমূলক আচরনের জন্য ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হবে।

আইন সংস্কার:

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদন্ড ও বিধিমালার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কিছু পরিবর্তন করা হলেও এখনো অধিকাংশ আইন দুইশত বছরের পুরনো ঔপনিবেশিক আইনের উত্তরাধিকার বহন করছে।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার আইন এবং বৈবাহিক বিধিবিধানের উপর বিশেষ মনোযোগসহ নারী এবং অন্যান্য লিঙ্গ ও যৌন বৈচিত্র্যপূর্ণ গোষ্ঠীসহ নন-বাইনারী গ্রুপের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টিকারী প্রাচীন ঔপনিবেশিক আইনগুলি বাতিল করা এবং সময়পোযোগী করার জন্য একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা এবং সংস্কার প্রক্রিয়া চালু করা।
- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্য এবং জনপরিসরে ও ব্যক্তিগত পরিসরে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রয়োগ করা।
- ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে প্রবেশগম্যতা, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী যেমন: প্রতিবন্ধী নারী, যৌন কর্মী, লিঙ্গবৈচিত্রসম্পন্ন মানুষসহ নন-বাইনারী গ্রুপের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। তাদের জন্য আইন সহায়তা, সংকটকালীন সহায়তা প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাশাপাশি, নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জেন্ডার আদালত প্রতিষ্ঠা করা।
- বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার দুর্ভোগ থেকে সহিংসতার শিকার নারীকে রক্ষা করার জন্য মামলা দায়েরের সাথে সাথে কার্যকর প্রাথমিক ও ফলো-আপ তদন্তের উদ্যোগ গ্রহন করা।
- সকলের বোধগম্যতার জন্য আইনের ভাষা সহজ করা, ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাষার সুবিধা রাখা, শব্দের ব্যবহার প্রসারিত রাখা, যেমন: তৃতীয় লিঙ্গ।

ধর্ষণের সংজ্ঞা পরিবর্তন:

বাংলাদেশের বর্তমান আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় যোনিপথে 'পেনিট্রেশন'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য যৌন ক্রিয়াকলাপ, যেমন: মলদ্বার, বা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির যৌনাঙ্গের মুখে বা ভেতরে বা বাইরে বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গে পুরুষাঙ্গ বা অন্য কোন বস্তুর প্রতিস্থাপনকে ধর্ষণের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু এধরণের যৌন ক্রিয়াকলাপ ভুক্তভোগী নারীর জন্য মারাত্মক মানসিক আঘাত এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশে ধর্ষণের আইনী সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন যেখানে সব ধরনের সম্মতিহীন যৌন ক্রিয়াকলাপ

অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৮৮৬-এর ৩৭৫ নং ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা থেকে বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়টিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সরকার এবং সুশীল সমাজের প্রতি আমাদের দাবি:

- বিয়ে-পূর্ব এবং বিয়ে পরবর্তীসহ সকল প্রকার সম্মতিহীন যৌন ক্রিয়াকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞার সংশোধন এবং সম্প্রসারণ করা।
- বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী, যৌন কর্মী, অন্যান্য লিঙ্গের মানুষসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের প্রতি যৌন হয়রানি, যৌন সহিংসতার ঘটনার কার্যকর তদন্ত এবং ন্যায়বিচারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সম্মতির গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো। গণমাধ্যমে এবং সামাজিকভাবে সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগী/ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও কন্যার প্রতি দোষারোপ করার রীতি বন্ধ করা।

সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ:

বৈষম্যমূলক পরিবার, সমাজ টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক প্রথা-রীতিনীতি বিশেষ অবদান রাখে। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো যার যার ধর্মীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হিন্দু আইন এবং খ্রিস্টান যাজকীয় আইনে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার বিধি রয়েছে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাঁধা। যে কারণে সাধারণত তারা নিজস্ব নামে সম্পত্তির মালিক হতে পারেন না। অবিবাহিত কন্যাদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকলেও যেসব বিবাহিত নারীর পুত্র সন্তান নেই এবং বিধবা তাদের জন্য বাংলাদেশের সকল ধর্মের নারীদের অধিকার সীমিত[১৪]। সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে খাস জমির (সরকারি মালিকানাধীন জমি) সঠিক হিসাবের বিষয়টি আসে[১৫]। খাস জমির প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের জন্য খাস জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নানা জটিলতাসহ খাস জমি বন্টনের পরিসর সম্পর্কে এখনো ব্যাপক গবেষণা হয় নাই। খাস জমিতে ভূমিহীনদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাবানদের ভূমিকাও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- উত্তরাধিকার আইন সংস্কার করা, বিশেষ করে খাসজমির ন্যায্য বন্টনকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সমান উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এছাড়াও, অভিন্ন পরিবারিক আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দাবি জানানো যাচ্ছে।
- একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো স্থাপন করা যা দীর্ঘকালের অন্যায্যতাকে বিবেচনায় নিবে এবং এসব অন্যায্যতা দূর করার প্রক্রিয়া চালু করবে। এর ফলে সামাজিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে জাতিগত সংখ্যালঘু এবং নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং তাদের জন্য সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।
- জমির মালিকানার বর্তমান অবস্থার উপর একটি বিশদ জরিপ প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

নারীর অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশীদারিত্ব :

চিরাচরিত নিয়ম, মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রায়সই নারীর সম্ভাবনা, জনপরিসরে তাদের দৃশ্যমানতা এবং গৃহে তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়।

[14] Jinnah, Shah I Mobin. "Land and Property Rights of Rural Women in Bangladesh." ohchr, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/RuralWomen/CDABangladesh.pdf. Accessed 16 November 2023.

[15] The officially identified khas land in Bangladesh is estimated at 3.3 million acres, including agricultural and non-agricultural areas as well as water bodies. However, this figure most likely underestimates the actual extent due to unrecorded land portions and waterbodies not yet designated as khas. The discrepancies result from challenges in the official land record system and disputes between the government and alleged owners, hindering an accurate assessment of Bangladesh's total khas land.

সরকার এবং নাগরিক সমাজের প্রতি আমাদের দাবিঃ

- শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জেন্ডার সমতার বিষয়ে প্রচার করা যা নারীর গৎবাঁধা ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের অপরিহার্যতাকে মুল্যায়ন করবে।
- নারী পরিচালিত, নারী নেতৃত্বাধীন ব্যবসা/উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ প্রণোদনা, বিশেষ করে কারখানার সকল শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি, সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করা। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।
- প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা, শিক্ষা ও চাকরিতে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার নীতি বাস্তবায়িত করা। এছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে এবং প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে অসামঞ্জস্য কমাতে, চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আন্তঃসর্ম্পক প্রয়োজন।
- পেশাগত সেবামূলক কাজে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং নারী-বান্ধব কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শ্রমশিল্পের সাথে যুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের মানসিকতা পরিবর্তন করে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য চিহ্নিত করা, নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য যথাযথ আইন প্রয়োগ করা, এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টিকারী নারীদের বিষয়ে প্রচার করা।
- তৃনমূলে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ, প্রতিবন্ধী নারী, অভিবাসী নারী, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

সেবা/পরিচর্যামূলক কাজঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, পরিবারে শিশু এবং বয়স্কদের পরিচর্যাসহ সেবাদানের কাজ বিনা পারিশ্রমিকের কাজ বলে স্বীকৃতি পায় না ও মূল্যায়ন করা হয় না। গৃহে সেবামূলক কাজে নারীরা তাদের ১.২ শতাংশ সময় ব্যয় করেন যেখানে পুরুষরা প্রতিদিন তাদের ০.২ শতাংশ সময় এই কাজে ব্যয় করে থাকেন[১৬]। নারীদের উপর পরিচর্যামূলক কাজের এই বোঝার অদৃশ্যমানতা জেন্ডারভিত্তিক সামাজিক গৎবাঁধা প্রথারই ফলাফল, যা পরিচর্যার কাজকে শুধুমাত্র নারীদের কাজ হিসাবে অপরিহার্য করে তুলেছে এবং পুরুষদের তাদের মৌলিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। যতদিন না আমরা পরিচর্যামূলক কাজকে অর্থবহ কাজ হিসাবে মূল্যায়িত করছি, ততোদিন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো পরিবর্তন করা কঠিন হবে এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে[১৭]।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবিঃ

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মজুরীবিহীন পরিচর্যা কাজের স্বীকৃতি প্রদান, এটিকে জাতীয় আয়ে (জিডিপি) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিচর্যামূলক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা এবং শৈশব থেকে গৃহশ্রমের সমবন্টনকে উৎসাহিত করে এমন শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রবর্তন করা। সরকারকে অবশ্যই স্কুলে পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে লিঙ্গ নির্বিশেষে গৃহে পরিচর্যামূলক কাজ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করতে হবে।

নারী আন্দোলনে অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বঃ

[16] TIME USE SURVEY 2021, 3 July 2023, https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-07-23-04-53-6417fa2e9d03538a1342942614845984.pdf. Accessed 14 December 2023.

[17] The Prime Minister of Bangladesh also stated recently that the authorities concerned need to bring women's unpaid household work into the calculation of Bangladesh's gross domestic product, The Daily Star, 4 April 2023, https://www.thedailystar.net/business/news/include-womens-unpaid-work-gdp-calculation-pm-3288691. Accessed 14 December 2023.

যেসব সংগঠন নারী অধিকার, নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে কাজ করে সেসব সংগঠনে লিঙ্গ সমতা ও প্রজন্মভিত্তিক সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া।

নাগরিক সমাজের সংগঠন, নারী অধিকার সংগঠনের প্রতি আমাদের দাবি:

জ্ঞানের আদান- প্রদান এবং নতুনদের যুক্ত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। মেন্টরশিপের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তৃনমূলের নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্বসহ সমতাভিত্তিক ক্ষমতাবিন্যাসের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা:

ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারীসহ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা নানা ধরণের শোষণ ও বৈষম্যের সম্মুখীন হন, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। করোনা মহামারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিশুর জন্য দূরবর্তী শিক্ষার সুযোগ সীমিত করে শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মহামারী নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং শিশু শ্রমের ঝুঁকি বাড়িয়েছে, যা নারী ও কন্যা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। "অস্পৃশ্য" এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে দলিত নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সীমিত প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে যা শ্রমিক এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার লংঘন করছে। ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য এই সমস্যাগুলির সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বাড়ানোর জন্য যার যার মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা এবং নিজস্ব জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উদযাপন করার সুযোগ তৈরি করা।
- শিশু শ্রম নির্মূল করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। এসব শিশুদের জন্য আয়ের বিকল্প উৎস খোঁজা এবং তাতে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পারিবারিক পর্যায়ে সহায়তা করা।
- সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল নারী, যৌন সংখ্যালঘু এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

মানসিক স্বাস্থ্য:

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ০.১১ শতাংশেরও কম মানুষের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে অল্প কিছু স্বাস্থ্যসেবা কর্মী মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (০.৪৯ শতাংশ), এবং তার থেকেও কম রয়েছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (প্রতি ১০০,০০০ মানুষের জন্য ০.১৬ জন)[১৮]। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা, দুর্বল এ্যাডভোকেসি এবং সীমিত গবেষণা বিস্তৃত পরিসরে এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সরকারের কাছে আমাদের দাবি:

- মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার সাথে একীভূত করা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে করে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচর্যা নিশ্চিত করার মাধ্যমে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহণ সহজ হয়।

[1818] M.Tasdik Hasan. "(PDF) The current state of mental healthcare in Bangladesh: part 1 – an updated country profile." ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/353981890_The_current_state_of_mental_healthcare_in_Bangladesh_part_1_-_an_updated_country_profile. Accessed 16 November 2023.

- মানসিক স্বাস্থ্য সেবাগ্রহীতাদের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করে এমন আইন ও নীতিমালা তৈরি করা এবং প্রয়োগ করা, যা তাদের গোপনীয়তা এবং সম্মতির মতো সমস্যাগুলিকে বিবেচনা করবে। সেই সাথে সম্প্রদায়-ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি তৈরি করা এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সহজগম্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা সহায়তা প্রদানের সুপারিশ জানানো যাচ্ছে। উপরন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় দুর্যোগের সময় এবং পরে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানানো যাচ্ছে।

জেন্ডার বাজেট:

পর্যাপ্ত তহবিল, প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ এবং অগ্রাধিকার ছাড়া জেন্ডার সমতা অর্জন একটি দূরবর্তী লক্ষ্য মাত্র। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৪০ মিলিয়নেরও বেশি নারী ও মেয়েরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করবে[১৯]। এছাড়াও, নারী আন্দোলন এবং নারী-নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- নারী উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা[২০] এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগি, উন্নয়ন কর্মী এবং নারী আন্দোলনের কাজের সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং প্রতিটি ইস্যুসহ প্রয়োজনের ভিত্তিতে আলাদাভাবে তহবিল বরাদ্দ করা।

সুশাসন:

আমাদের চূড়ান্ত দাবি হল সুশাসন। কারণ, প্রয়োজনীয় সরকারী অবকাঠামো, পরিবীক্ষণ, জবাবদিহিতা এবং সবচাইতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অথবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সামাজিক কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া ছাড়া উপরে উল্লেখিত দাবীসমূহের কোনোটিও পূরণ হবে না।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবি:

- নারীদের অন্তর্ভুক্তি, নারীদের প্রতিনিধিত্ব, এবং নারীদের দাবি উত্থাপনের জন্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।
- প্রাথমিক স্তর থেকে নীতিমালা প্রণয়নের অংশ হওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষেত্র তৈরী করা, বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা যার মাধ্যমে প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক চর্চায় ও মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটবে এবং ব্যক্তির মতামত প্রাধান্য পাবে।
- শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন নির্ভর করে সমতাভিত্তিক সঠিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর। শুধুমাত্র নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের বিভিন্ন লিঙ্গ বৈচিত্র্যের ব্যক্তিদেরও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ভূমিকা রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং বহ্নিশিখা-আনর্লান জেন্ডার

[20] https://www.unescap.org/sites/default/files/9.%20Bangladesh.pdf